শ্রেষ্ঠমানব

[রাসুল ﷺ-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী]

মূল : **শায়খ মুহাম্মদ হারুন আজহারি রাহ.**
সাবেক প্রধান বিচারপতি, সুদান
মহাপরিদর্শক, ধর্ম মন্ত্রণালয়, মিসর

অনুবাদ : **মোহাম্মাদ আবু জাবের আজহারি**

সম্পাদনা : করজে হাসানা টিম

করজে হাসানা

সূচি

প্রথম অধ্যায়

নবিজির বংশপরিচয় ১৭
জন্মকাল, স্থান এবং পিতার মৃত্যু ১৮
দুধপান এবং তখনকার ঘটনাপ্রবাহ ১৯
বক্ষবিদারণ এবং মায়ের কাছে প্রত্যাবর্তন ২০
মায়ের ইনতিকাল এবং দাদা ও চাচার প্রতিপালন ২১
চাচার সঙ্গে সিরিয়ার পথে নবিজি ২২
দ্বিতীয়বার সিরিয়ায় যাত্রা ২৪
খাদিজার সঙ্গে বিয়ে ২৫
নবিজির অন্যান্য স্ত্রী এবং চাচা ও ফুফু ২৬
কাবাঘরের সংস্কারকাজে নবিজির অংশগ্রহণ ২৮
নবুওয়াতের আগে নবিজির জীবনযাপন ৩০
নবুওয়াতের পূর্বে আল্লাহ যা দিয়ে নবিজিকে সম্মানিত করেন ৩২
নবুওয়াতের পূর্বে নবিজির ইবাদত ৩৩
নবিজির নবুওয়াতপ্রাপ্তি ৩৪
গোপনে ইসলামের দাওয়াত ৩৭
প্রকাশ্যে দাওয়াত ৪০
সাহাবিদের আবিসিনিয়ায় হিজরতের নির্দেশ ৪৬
আবিসিনিয়ায় কুরাইশদের নতুন ষড়যন্ত্র ৪৮
অবরুদ্ধ জীবন থেকে মুক্তিলাভ ৪৯
নবিজির শোকের বছর ৫১
তায়েফ হিজরত ৫৩
আকাবায় মদিনাবাসীদের প্রথম বায়আত ৫৫
আকাবায় মদিনাবাসীদের দ্বিতীয় বায়আত ৫৭

মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত ৫৯
মসজিদে নববি প্রতিষ্ঠা ৬৪
মুহাজির-আনসার ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ৬৬
ঐতিহাসিক মদিনা-সনদের প্রবর্তন ৬৭
ইসরা ও মিরাজ ৬৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

গাজওয়ার কারণসমূহ এবং জিহাদের অনুমোদন ৭২
বদরযুদ্ধ ৭৯
উহুদযুদ্ধ ৮৩
খন্দক অথবা আহজাবযুদ্ধ ৮৭
হুদায়বিয়ার যুদ্ধ ও সন্ধি ৯০
হুদায়বিয়ার সন্ধির পর বিশ্বের রাজা-বাদশাহদের কাছে নবিজির পত্র প্রেরণ ৯৩
খায়বারযুদ্ধ এবং বিষমিশ্রিত বকরির গোস্ত ভক্ষণ ৯৭
ফাদাক বিজয় ৯৯
আবিসিনিয়ার অবশিষ্ট মুহাজিরদের মদিনায় প্রত্যাবর্তন ১০০
কাজা উমরা পালন ১০১
মুতারযুদ্ধ ১০২
মক্কা বিজয় ১০৩
হুনাইনযুদ্ধ ১০৭
তাবুকযুদ্ধ ১০৯
দাওয়াতের ফলাফল ১১০
বিদায়হজ ১১৩
নবিজির দেহাবয়ব ও গুণাবলি ১১৫
নবিজির অসুস্থতা এবং ইনতিকাল ১১৭

প্রথম অধ্যায়

নবিজির বংশপরিচয়

পিতা-মাতার দিক থেকে নবিজির বংশধারা নিম্নরূপ :

সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ আমাদের প্রিয় নবি মুহাম্মাদ ﷺ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু আবদিল মুত্তালিব ইবনু হাশিম ইবনু আবদি মানাফ ইবনু কুসাই ইবনু হাকিম ইবনু মুররা ইবনু কাব ইবনু লুওয়াই ইবনু গালিব ইবনু ফিহির ইবনু নাজর ইবনু কিনানা ইবনু খুজাইমা ইবনু মুদরিকা ইবনু ইলিয়াস ইবনু মুদার ইবনু নিজার ইবনু মাদ ইবনু আদনান। এটিই সবচেয়ে সঠিক বংশধারা। নবিজির বংশধারা ইসমাইল ইবনু ইবরাহিম আ. পর্যন্ত মিলিত হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত; কিন্তু আদনান এবং ইসমাইল আ. পর্যন্ত ধারাটি সঠিক পদ্ধতিতে প্রমাণিত নয়।

নবিজির মা আমিনা বিনতু ওয়াহাব ইবনু আবদি মানাফ ইবনু জুহরা ইবনু হাকিম[৫]। এ হিসেবে নবিজির মা-বাবা একই বংশধারার, যা হাকিম ইবনু মুররার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তাদের উভয়ের পূর্বপুরুষ হচ্ছেন ফিহির। তার অপর নাম কুরাইশ। তার নামেই পরিচিতি পায় কুরাইশবংশ। এটি তখন আরবে সম্মান-মর্যাদায় সর্বাধিক পরিচিত ছিল।

নবিজির পূর্বপুরুষ এবং তাদের প্রত্যেকের স্ত্রীরা আরবের নীতি অনুসারে বৈধ দম্পতি ছিলেন। তাঁর এই পবিত্র বংশধারায় কোনো অবৈধ দম্পতি ছিলেন না। এটি বৈধ বাবা-মায়ের যোগসূত্রে এক সম্ভ্রান্ত ও পবিত্রতম বংশধারা।

[৫] যিনি নবিজির বংশধারায় পিতার দিক থেকে পঞ্চম পুরুষ।

জন্মকাল, স্থান এবং পিতার মৃত্যু

নবিজির পিতা আবদুল্লাহ ১৮ বছর বয়সে আমিনা বিনতু ওয়াহাবকে বিয়ে করেন। তখন আমিনা ছিলেন বংশের দিক থেকে অধিক সম্ভ্রান্ত এবং চরিত্রে সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ রমণী। আমিনা নবিজিকে গর্ভে ধারণের পর আবদুল্লাহ ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় পাড়ি জমান। ব্যবসায়িক কাজ শেষে সিরিয়া থেকে ফেরার পথে মদিনাতে তাঁর মৃত্যু হয়। সেখানে নবিজির মামা-গোত্র আদি ইবনু নাজ্জারের সমাধিস্থলে তাঁকে সমাহিত করা হয়। আমিনার গর্ভে নবিজির তখন মাত্র দুমাস অতিবাহিত হয়েছে। গর্ভধারণের সময় ফুরিয়ে এলে হাতির বছর ১২ রবিউল আউয়াল—৫৭১ খ্রিষ্টাব্দে নিখিলবিশ্বের শ্রেষ্ঠমানব প্রিয় নবি মুহাম্মাদ ﷺ মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। এ বছরই হাবশার বাদশাহ হাতিসমৃদ্ধ বিরাট এক সেনাবহর নিয়ে মক্কায় আক্রমণ করে।

নবিজি তাঁর চাচা আবু তালিবের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। দাদা আবদুল মুত্তালিব তাঁর নাম রাখেন মুহাম্মাদ। এ নাম তাওরাতে বর্ণিত নবিজির সুসংবাদ-সংক্রান্ত বর্ণনার সঙ্গে মিলে যায়—যেখানে 'মুহাম্মাদ' নামে ইসা আ.-এর পরে একজন নবি আগমনের বর্ণনা রয়েছে। অনুরূপ কুরআনেও 'আহমাদ' নামে ইসা আ.-এর পবিত্র জবানে তাঁর সুসংবাদের কথা এসেছে।

আবদুর রাহমান ইবনু আউফের মা তাঁর ধাত্রী ছিলেন। জন্মকালে তাঁকে কোলে নেন পিতা আবদুল্লাহর দাসী উম্মু আইমান।

দুধপান এবং তখনকার ঘটনাপ্রবাহ

জন্মের পর প্রথমে আমিনা তাঁকে দুধপান করানোর পর চাচা আবু লাহাবের দাসী সুয়াইবা আরও কয়েকদিন দুধপান করান। এ সময় মরু অঞ্চল থেকে দুগ্ধপোষ্য শিশুর সন্ধানে মক্কায় অনেক নারী আসেন, যারা শিশুদের অভিভাবকদের কাছ থেকে অর্থ-উপঢৌকন লাভের প্রত্যাশায় শিশুদের দুধপান করাতে নিয়ে যেতেন। তখনকার আরবের সম্ভ্রান্ত গোত্রসমূহের সাধারণ প্রথায় এমনটা ছিল। এতে করে শিশুরা সুস্বাস্থ্যের পাশাপাশি উন্নত চরিত্র ও তীক্ষ্ণ ধীশক্তির অধিকারী হয়ে বেড়ে উঠত।

দুধপান করাতে হালিমা বিনতু আবু জুওয়াইব সাদিয়া তখন নবিজিকে বেছে নেন। স্বামী আবু কাবশার পরামর্শেই তা করেন তিনি। আবু কাবশা আশা করেন, এর মাধ্যমে আল্লাহ হয়তো তাঁদের আয়-উন্নতিতে বরকত দেবেন। পরে তা-ই হয়। আল্লাহ তাঁর আশা বাস্তবে রূপ দিয়ে দারিদ্র্যকে ধনাঢ্যে পরিবর্তন করে দেন।

এর আগে হালিমার স্তন তাঁর সন্তানের জন্যই যথেষ্ট ছিল না। নবিজির আগমনে দুধে তা ভরপুর হয়ে যায়। এমনকি তাঁদের শীর্ণকায় উটও তখন দুধেল হয়ে ওঠে। পরিবারের সবাই তাঁর দুধপানে তৃপ্ত হন, যদিও সেটি তাঁদের কোনো কাজের ছিল না। হালিমা বাড়িতে ফিরে দেখেন, তাঁদের বকরিগুলো তৃপ্ত ও দুধেল হয়ে ফিরছে। যদিও দুর্ভিক্ষে তাঁদের জমিগুলো সে বছর ছিল অনুর্বর; কিন্তু নবিজি তাঁদের কাছে যত দিন ছিলেন, তাঁদের জীবন বরকত ও কল্যাণে ছেয়ে যায়।

দুবছর পূর্ণ হলে হালিমা তাঁকে তাঁর মা ও দাদার কাছে নিয়ে আসেন; কিন্তু তাঁরা তাঁকে হালিমার কাছে আবার ফিরিয়ে দিতে চাইলে তিনিও তখন রাজি হয়ে যান।